## কারক

রানী ভবানী প্রতিদিন প্রভাতে ভাণ্ডার হইতে স্বহস্তে দীনদুঃখীকে ধনরত্ন দান করিতেন।

উপরের বাক্যটিতে **দান করিতেন** এই সমাপিকা ক্রিয়াটিকে প্রশ্ন কর—কে দান করিতেন ? উত্তর পাইবে—**রানী ভবানী**। কী দান করিতেন ?—**ধনরত্ন**। কীভাবে দান করিতেন ?—**স্বহস্তে**। কাহাদিগকে দান করিতেন ?—**দীনদুঃখীকে**। কোথা হইতে দান করিতেন ?—**ভাণ্ডার হইতে**। কখন দান করিতেন ?—**প্রভাতে**। অতএব দান করিতেন ক্রিয়াটির সহিত **রানী ভবানী, ধনরত্ন, স্বহস্তে, দীনদুঃখীকে, ভাণ্ডার হইতে, প্রভাতে**—প্রতিটি পদেরই কোনো-না-কোনো সম্পর্ক রহিয়াছে। আর, এই সম্পর্কগুলি যে একইপ্রকারের নয়, প্রশ্নের বিভিন্ন ধরনেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। ক্রিয়ার সহিত বাক্যান্তর্গত নামপদের এই যে সম্পর্ক ইহাই **কারক**।

৮০। **কারক : বাক্যের ক্রিয়ার সহিত বাক্যান্তর্গত বিশেষ্য বা সর্বনামপদের যে সম্পর্ক তাহাকে কারক বলে।**

এই সম্পর্ক প্রধানতঃ ছয় প্রকারের বলিয়া **কারকও ছয়টি—কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ**। আমাদের প্রদত্ত উদাহরণে রানী ভবানী—**কর্তৃকারক**, ধনরত্ন—**কর্মকারক**, স্বহস্তে—**করণকারক**, দীনদুঃখীকে—**সম্প্রদানকারক**, ভাণ্ডার হইতে—**অপাদানকারক**, প্রভাতে—**অধিকরণকারক**।

মনে রাখিও, কেবল বিশেষ্য ও সর্বনামপদেরই কারক হয়। তবে, বিশেষণপদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহারও কারক হইবে। আমি, তোমাদের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। "দশে মিলি করি কাজ।" কানাকে কানা বললে রাগ হওয়াই তো স্বাভাবিক। বড়োদের শ্রদ্ধাভক্তি করবে। "আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।" মৃতের আবার মৃত্যু কি ? এখানে সাত, পাঁচ, দশ, কানা, বড়ো, নিষ্ফল, হতাশ প্রভৃতি বিশেষণে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হওয়ায় পদগুলি বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত হইয়াছে। "নইলে তোর মনের কালো ( বিশেষণে শূন্যবিভক্তিযোগে ) ঘুচবে না রে।"

কারকবিভক্তি আলোচনা করিবার পূর্বে একটি মূল্যবান্ আলোচনা সারিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতে কর্তৃকারকে প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী, অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি এবং সম্বন্ধপদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। সে ভাষায় প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্যন্ত প্রতিটি বিভক্তির একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের বিভক্তিচিহ্ন সুনির্দিষ্ট। ফলে কোনো পদের বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়াই পদটির কারক ও বচন বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বাংলায় বিভক্তিচিহ্নের নিদারুণ অভাব। তদুপরি সম্বন্ধপদের জন্য নির্দিষ্ট র ( এর ), কবিতায় ব্যবহার্য রে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে এ ( য়, য়ে ), তে ( এতে ), কে এই তিনটি বিভক্তিচিহ্ন। ইহার সঙ্গে শূন্যবিভক্তি ( অ ) ধরিলে সংখ্যা দাঁড়ায় চার। ছয়টি কারকের জন্য মাত্র চারিটি বিভক্তিচিহ্ন ! তাহার উপর রহিয়াছে একবচন-বহুবচনের প্রশ্ন, রহিয়াছে সাধু-চলিতের প্রশ্ন। ফলে একই বিভক্তিচিহ্ন দুইটি বা তাহার বেশী কারকে, এমনকি ছয়টি কারকেও ব্যবহৃত হয়। তাই বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া বাংলায় কারক-নির্ণয় করায় বিপদ্ বেশী। দুই-একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে।—

শিশু হাসে ( কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তিযোগে একবচন )। "শিশুরা খেলাধুলা মায়ের

হেরে।" (বহুবচনের বিভক্তি রা যোগে কর্তৃকারক)। উদাহরণ দুইটিতে যথাক্রমে একবচন ও বহুবচনের বিভক্তিপ্রয়োগে একই সঙ্গে পদ দুইটির কারক ও বচনসম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইয়াছে। বাংলা কর্তৃকারক-সম্বন্ধে কথাটি যত সহজে বলা যায়, অন্যান্য কারকের একবচন ও বহুবচন-সম্বন্ধে তত সহজ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কেননা, বাংলায় রা (এরা) ছাড়া বহুবচনের আর বিভক্তিচিহ্ন নাই। সেইজন্য গণনীয় কোনো শব্দে গণ দিগ সকল প্রভৃতি যোগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচনে রূপান্তরিত করার পর আবার তাহাতে একবচনের বিভক্তিচিহ্ন যোগ করিতে হয়। যেমন,—বালকগণকে, মা-সকলকে, বইগুলোকে ইত্যাদি।

আবার, ঝাঁপাল হরিণ গঙ্গায় (কর্তৃকারকে এ বিভক্তি)। ভক্তিভরে পূজিল গঙ্গায় (কর্মে এ বিভক্তি)। বর্ষায় জেলেরা গঙ্গায় ইলিশ ধরে (অপাদানে এ বিভক্তি)। গঙ্গায় মাঝে মাঝে হাঙর দেখা দেয় (অধিকরণে এ)। চারিটি কারকেই এ বিভক্তি। আমরা চোখে (করণ) দেখি। চোখে (অপাদান) জল পড়ছে কেন? চোখে কুটি পড়েছে (অধিকরণ)। এক পলকের দেখায় চোখে (কর্তৃ) কি তৃপ্তি পায়? এখানে বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া নয়, **অর্থ বুঝিয়াই কারক নির্ণয় করিতে হইতেছে।** বস্তুতঃ বাংলায় কারক-নির্ণয়ের ইহাই একমাত্র পথ। বাংলা ভাষার এই আন্তর বৈশিষ্ট্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি দিক্‌পালগণ বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। অতি-সম্প্রতি মাননীয় মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের আনুকূল্যে বিভক্তিনির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া ইত্যাদি উল্লেখ না করিয়া কেবল বিভক্তিচিহ্নের উল্লেখ করাই স্বীকৃত হইয়াছে।

মনে রাখিও—আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, এ-কারান্ত এবং ও-কারান্ত শব্দে যুক্ত হইলে এ বিভক্তিটি য় (য়ে) হইয়া যায়। লতা+এ=লতায়; ঝি+এ=ঝিয়ে; বেদে+এ=বেদেয়; বুড়ো+এ=বুড়োয় ইত্যাদি।

এইবার বিভিন্ন কারকের বিস্তৃত আলোচনা। আমাদের দেওয়া প্রতিটি উদাহরণে **মুখ্যবিভক্তিচিহ্ন ও অনুসর্গের প্রয়োগ** ভালোভাবে লক্ষ্য করিবে। যেকোনো কারক পাঠ করিবার সময় প্রদত্ত প্রতিটি উদাহরণে পূর্ববর্তী কারকগুলির কোন্‌টি কোন্‌টি কোন্ কোন্ বিভক্তিচিহ্নসহ বিদ্যমান, তাহাও লক্ষ্য কর।

## কর্তৃকারক

"দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।" "চাতক কাতরে ডাকে।" "পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে।" "মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।" "এক যে ছিল পাখি।" "সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না।" "স্বভাব সকলের আগে আগে যায়।" এই বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদগুলি লক্ষ্য কর। কী বহিতেছে?—নীর। কে ডাকে?—চাতক। কী পোহায়?—রজনী। কে জাগিছে?—জননী। কী লোটে?— মুক্তবেণী। কে ছিল?—পাখি। কে নেবে না?—সে। কী যায়?—স্বভাব। প্রতিটি ক্রিয়াকে প্রশ্ন কর—কার্যটি কে করিতেছে, কী হইতেছে ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহাই কর্তৃকারক।

৮১। **কর্তৃকারক :** যে বা যাহারা স্বয়ং কোনো ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে বা তাহাদিগকে কর্তৃকারক বলে। কর্তৃকারকই বাক্যের মূল উদ্দেশ্য।



॥ কর্তৃকারকের প্রকারভেদ ॥

(ক) **উহ্য কর্তা :** মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ কর্তা অনেক স্থলেই উহ্য থাকে। সমাপিকা ক্রিয়াকে প্রশ্ন করিয়া এই উহ্য কর্তাকে উদ্ধার করিতে হয়। (১) "ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া।" [কর্তা আমি বা আমরা উহ্য] (২) "ভুলতে পারি হোলির দিবস, ফাগের দাগ যে তুলতে নারি।" [দুই জায়গাতেই আমি বা আমরা উহ্য] (৩) "মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।" [কর্তা তোমরা উহ্য] (৪) "বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।" [তুমি উহ্য] (৫) "হরো জগতের বিরহ-আঁধার, দাও গো অমৃতদীক্ষা।" [দুইটি ক্রিয়ারই কর্তা তুমি উহ্য] (৬) "পুজো করে পাইনি তোরে, এবার চোখের জলে এলি।" [উত্তমপুরুষের কর্তা আমি এবং স্নেহার্থক মধ্যমপুরুষের কর্তা তুই দুইটিই উহ্য] (৭) "বনের পাখি, আয়, খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।" [যথাক্রমে তুই ও আমরা উহ্য] (৮) লীলাময়ীর লীলাখেলা কেমন করে বুঝব, বল্। [উত্তমপুরুষ আমি ও তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষ তুই উহ্য] (৯) "ওপাড়া হইতে আয় মায়েঝিয়ে।" [কর্তা তোরা উহ্য]

প্রথমপুরুষের কর্তাও উহ্য থাকে। "যে-সব জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন [তিনি উহ্য] সবই বিকাইয়া গিয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছেন [তিনি উহ্য], তত ভালো জিনিস, আর তত বেশী জিনিস আর কখনও পান নাই [তিনি উহ্য]।"

(খ) **বহু ক্রিয়ার এক কর্তা :** (১) "আবার সাতগাঁ যাইবে, আবার পুরানো খেলুড়িদের সঙ্গে খেলা করিবে, আবার গঙ্গায় স্নান করিবে।" [তিনটি সমাপিকা ক্রিয়ার একই কর্তা সে—তাহাও আবার উহ্য।] (২) "ইহা স্থির করিয়া সকাতর-চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।" [প্রথমের দিকে তিনটি অসমাপিকা ও শেষের একটি সমাপিকা ক্রিয়ার একই কর্তা আমি—উহ্য রহিয়াছে] (৩) "ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ, 'আমি তোর রক্ষাকর্তা!'" [দুইটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকার একই কর্তা ব্রাহ্মণ।]

(গ) **এক ক্রিয়ার বহু কর্তা :** নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর, সাধারণলোকের দুঃখদুর্দশা, দেশে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা, দুর্নীতিদমনে সরকারের অক্ষমতার বোঝা তথা স্বভাবলজ্জার ভার একই সঙ্গে বাড়িয়া চলিল। [একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বাড়িয়া চলিল-র পাঁচটি কর্তা।]

(ঘ) **সমধাতুজ কর্তা :** অকর্মক ক্রিয়াটি যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সেই ধাতু-নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ্য যদি সেই ক্রিয়ার কর্তা হয় তখন সেই কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বা সগোত্র কর্তা বলে। (১) "শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে।" [একই 'বাড়্' ধাতু হইতে বাড় (√বাড়্+অ) বিশেষ্যপদটি এবং বেড়েছে (√বাড়্+এছে) ক্রিয়াপদটি নিষ্পন্ন, এবং বাড় পদটি বেড়েছে ক্রিয়ার কর্তা] (২) পাপের ফল এমন চমৎকারভাবেই ফলে। [ফল (√ফল্+অ) বিশেষ্যপদটি ও ফলে (√ফল্+এ) ক্রিয়াপদটি একই 'ফল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এবং ফল পদটি ফলে ক্রিয়ার কর্তা] (৩) এমন অনুকূল ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে না। [ঘটনা (√ঘট্+অন+আ), ঘটে (√ঘট্+এ)] (৪) "আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি।" [বাজনা (√বাজ্+না), বাজি = বাজিয়া (√বাজ্+ইয়া) অসমাপিকা ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ—কেবল কবিতায়।]

(ঙ) প্রযোজক কর্তা ও প্রযোজ্য কর্তা : যে কর্তা নিজে না করিয়া অন্যকে দিয়া কাজটি করাইয়া লয় তাহাকে প্রযোজক কর্তা বলে। আর প্রযোজক কর্তা যাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়া লয় তাহাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। (১) কেয়া কুঙ্কুমকে পড়াইবে। এখানে পড়া কাজটি কেয়া নিজে করিবে না, কুঙ্কুমকে দিয়া করাইবে। এইজন্য কেয়া প্রযোজক কর্তা। আবার, পড়া কাজটি কুঙ্কুম করিবে বটে কিন্তু নিজেই করিবে না, কেয়ার প্রেরণায় করিবে। তাই কুঙ্কুম হইতেছে প্রযোজ্য কর্তা। (২) মা শিশুকে চাঁদ দেখাইতেছেন।—এখানে মা প্রযোজক কর্তা, শিশুকে প্রযোজ্য কর্তা। (৩) কঙ্কা চন্দ্রাকে দিয়ে আমার কথাটা বলাল। কঙ্কা প্রযোজক কর্তা, চন্দ্রাকে দিয়ে প্রযোজ্য কর্তা। লক্ষ্য কর, প্রথম দুইটি উদাহরণে প্রযোজ্য কর্তায় কে বিভক্তি হইয়াছে, কিন্তু শেষেরটিতে কে বিভক্তির অতিরিক্ত দিয়ে অনুসর্গটি যুক্ত হইয়াছে।

(চ) নিরপেক্ষ কর্তা : একই বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা বিভিন্ন হইলে অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে নিরপেক্ষ কর্তা (Nominative Absolute) বলে। (১) "তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম।"—বিদ্যাসাগর। ['হইলে' অসমাপিকা ক্রিয়াটির কর্তা তুমি—নিরপেক্ষ কর্তা, কিন্তু 'করিয়াছিলাম' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা আমি।] (২) "আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে।"—রবীন্দ্রনাথ। (৩) "আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?"—দ্বিজেন্দ্রলাল। (৪) দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

(ছ) কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা : বাক্যে ক্রিয়ার কর্তার উল্লেখ না থাকিলে কর্মই যখন কর্তার মতো প্রাধান্যলাভ করে বলিয়া মনে হয়, তখন সেই কর্মটিকে বলা হয় কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা। পরমরসের দ্বার নিমেষে খুলিল (√খুল্)। (অন্য কেহ দ্বার খুলিল, অতএব সেই অন্য কেহ কর্তা, দ্বার কর্ম। কিন্তু কর্তার উল্লেখ না করিয়া বাক্যটি এমনইভাবে গঠিত হইয়াছে যেন দ্বারই কর্তৃপদ অধিকার করিতেছে। কর্তৃপদ অধিকার করিয়া কর্মটি কর্মকর্তৃপদ হইয়াছে, এবং মূলের সকর্মক ক্রিয়া খুলিল অকর্মকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে)। বালতিটা ভরেনি (√ভর্) এখনও? খদ্দর ছেঁড়ে (√ছিঁড়্) কম। "প্রভাতের ফুল বিকালবেলায় বিকায় (√বিকা) হেলায়।" "ভাঙল (√ভাঙ্) সুখের হাট।"

(জ) অনুক্ত কর্তা : কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের কর্তা প্রধানরূপে উক্ত হয় না বলিয়া সেই কর্তাকে অনুক্ত (উক্ত নয়) কর্তা বলে। ক্রিয়াটিকে কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করিলে কর্তৃবাচ্যের কর্তা তখন দ্বারা দিয়া কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গযুক্ত হয় এবং ভাববাচ্যের কর্তা সম্বন্ধপদের বিভক্তিযুক্ত হয়। (১) কর্মবাচ্যে : আমার দ্বারা এ কাজ হতে পারে না। বাল্মীকি কর্তৃক পৃথিবীর আদি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। (২) ভাববাচ্যে : আপনার থাকা হয় কোথায়? আমার আজ আর অফিস যাওয়া হলই না।

(ঝ) ব্যতিহার কর্তা : পারস্পরিক ক্রিয়া-বিনিময় বুঝাইলে সেই ক্রিয়ার কর্তা দুইটিকে ব্যতিহার কর্তা বলে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলুখাগড়ার প্রাণ হরে। ছেলেটিকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি করছে। বাপ-ব্যাটাতে হাতাহাতি করছে, দেখে নাতিপুতি। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া অমন করেই।

(ঞ) সহযোগী কর্তা : দুইটি কর্তার মধ্যে সহযোগিতার ভাবটি পরিস্ফুট হইলে কর্তা দুইটিকে সহযোগী কর্তা বলে। এখানে বাঘে বলদে একঘাটে জল খায়। [বাঘ ও বলদ যথাক্রমে শত্রুতাজনিত আক্রমণ ও ভয় ভুলিয়া মিলিতভাবে জল খায়।] বুনছে কাঁথা গুনগুনিয়ে শাশুড়ী-বউয়ে।

ব্যতিহার কর্তা ও সহযোগী কর্তার পার্থক্যটি মনে রাখিও।—ব্যতিহারে প্রতিযোগিতার ভাব, আর সহযোগী কর্তায় সহযোগিতার ভাব প্রকাশ পায়।



(ট) সাধন কর্তা : উপকরণকে কর্তৃরূপে ব্যবহার করিলে সাধন কর্তা হয়। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। পাড়াগাঁয়ে এখনও কিছু কিছু ঘানি সরষে ভাঙে বইকি। এখানে ধান ভানিবার ও সরিষা ভাঙিবার উপকরণ যথাক্রমে ঢেঁকি ও ঘানি নিজেরাই কর্তৃপদ দখল করিয়াছে।

(ঠ) বাক্যাংশ কর্তা (Noun Phrase as a Subject) : সমাপিকা ক্রিয়াবিহীন পদসমষ্টি বিশেষ্যধর্মী হইয়া একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ করিলে বাক্যের কর্তৃপদ পাইতে পারে।—পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা মানুষের চিরকালের স্বভাব। সৎপথে জীবনযাপন করা আদৌ সহজ নয়।

(ড) উপবাক্যীয় কর্তা (Noun Clause as a Subject) : বাক্যের বিশেষ্যধর্মী উপাদান-বাক্য কর্তৃপদ পাইলে তাহাকে উপবাক্যীয় কর্তা বলে। সে আমায় এমন করে ফাঁকি দেবে মনে তো হয় না। নিজেকে জানতে চেষ্টা করো—সক্রেটিসের জীবনবেদ ছিল। "ভয় কারে কয় নাইক জানা।"

কর্তৃকারকের বিভক্তি—কর্তৃকারকে প্রধান বিভক্তিচিহ্ন অ (শূন্যবিভক্তি) শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে শব্দটি অপরিবর্তিত থাকে। শূন্যবিভক্তিযুক্ত কর্তৃকারকের উদাহরণ পূর্বে অনেকগুলি দেওয়া হইয়াছে, আরও কয়েকটি দেখ : "বাবু কহিলেন, 'বুঝেছ উপেন?'" "কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত পবিত্রিলা এই দেশ।" "কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ।" এ সংসারে লোভই ভিখারী, সন্তুষ্টিই রাজা। "জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা।" "এত আলো কে ছড়াল এ কালো আঁধার মনে।" "কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

কর্তৃকারকের অন্যান্য বিভক্তিচিহ্ন হইল এ (য়, য়ে), তে (এতে)। এই বিভক্তিচিহ্নগুলি পদটিতে সর্বদাই যুক্ত থাকে। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর।—

এ (অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দে) : গ্রামের জমিজমা পাঁচভূতে লুটছে। লোকে তো কত কথাই বলে। "নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাকে।" "বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে।" "যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না।" "তাহারে ধরিল জ্বরে।" "তাকে তখন বৈরাগ্যে পেয়ে বসেছে।" "প্রভাতে পরের দিন পথিকে এসে সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।" "স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে নষ্ট নরাধম।" [ঘটিলে অসমাপিকা ক্রিয়ার লোপে তাহার কর্তৃকারকে এ বিভক্তি।]

য়, য়ে (আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, এ-কারান্ত, ও-কারান্ত শব্দে এ বিভক্তির রূপান্তর) : খুড়োভাইপোয় আপস করছে। মায়ে বলে, "পড় পুত।" "সাপের হাসি বেদেয় চেনে।" ক্ষমতায় মানুষের বিকৃতি ঘটায়, অজ্ঞতায় বিচ্ছিন্নতা আনে। বুড়োয় কাজ কি ছেলেয় পারে? পুরনো ঘিয়ে অনেক রোগের উপশম করে।

তে (ই-কারান্ত, উ-কারান্ত শব্দে) : ট্যাক্সিতে আর কত ধকল সয়? আমাদের দেশে গোরুতে লাঙল টানে। "টুনটুনিতে টুনটুনাল।"

এতে (অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দে): "মূর্খেতে বুঝিতে নারে বছর চল্লিশে, বাক্যেতে গলা কাটে ভালো।

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের কর্তায় কে (কবিতায় রে): সব কবিতাই গান নয়, কিন্তু সব গানকেই কবিতা হতে হয়। "এখন কিনা হিন্দুকে ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুলগড়া শিখিতে হয়।" "হেথায় সবারে হবে মিলিবারে।" "সীতেনাথের সংসারে সবকিছুই রূপোকে দেখতে হয়।"

র (এর): মৌমাছির মধুসঞ্চয় পরেরই জন্যে। তদ্রূপ, সভাপতির ভাষণ, নরপতির দান, মায়ের স্নেহ, শিক্ষকের উপদেশ ইত্যাদি।

অনুসর্গ—দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, হইতে, কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গগুলি কর্মবাচ্যের কর্তায় (অনুক্ত কর্তায়) প্রযুক্ত হয়। আমা হতে এই কার্য হবে না সম্ভব। পুলিস কর্তৃক চোর ধৃত হইল।